২৩

তারিখ ... 27 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক সংবাদ

মুক্তিযুদ্ধের জেলাওয়ারি ইতিহাস লিখবে বাংলা একাডেমি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলা একাডেমি দীর্ঘ ২৫ বছর পর আবার জেলাওয়ারি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন এবং গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে ১টি প্রকল্প সরকার অনুমোদন করেছে এবং দু' বছরে ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সকল তথ্য সংগ্রহ এবং তা বই আকারে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, নারী এবং কিশোরদের অবদান সম্পর্কে পৃথক বই প্রকাশ করা হবে।

বাংলা একাডেমির একটি সূত্র জানায়, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার বাংলা একাডেমির মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। প্রথমে প্রকল্পটি ১ বছর মেয়াদি ছিল। পরে তা আরো সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রথম ১ বছরে সারাদেশ থেকে অসংখ্য তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়। তখন এই প্রকল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার এটিকে প্রকল্প

বাংলা একাডেমি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

বাংলা একাডেমি ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে না রেখে বাংলা একাডেমির অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এটির নাম হয় 'ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ'। প্রকল্পে যারা কাজ করেছিলেন তাদের সবাইকে বাংলা একাডেমিতে সে বিভাগে একীভূত করা হয়। এ বিভাগ আগের প্রকল্পের মতো অসংখ্য তথ্য-দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। কিন্তু সেসব তথ্য ও দলিলপত্র বই হিসেবে প্রকাশ করার আগেই জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। এরপর বাংলা একাডেমির সেই বিভাগ বিলোপ করে দেয়া হয়। বিভাগটি তুলে দেয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা একাডেমির উদ্যোগ-আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। সংগৃহীত সব দলিলপত্র স্তূপাকারে পড়ে থাকে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের একটি উদ্যোগের অপমৃত্যু ঘটে। এরপর বাংলা একাডেমি গত ২১ বছরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় মাপের আর কোন কাজে হাত দেয়নি।

এবার ২ বছরে জেলাওয়ারি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমি আটঘাট বেঁধে নামছে। দেশের বিশিষ্ট পন্ডিত ও ইতিহাসবিদদের নিয়ে প্রামাণীকরণ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতোমধ্যে যারা লেখালেখি করেছেন তাদের মধ্য থেকে লেখক বাছাই করে জেলার তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হবে এবং সংগ্রাহকের নামেই বই প্রকাশ করা হবে।